দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 16/1/80 ...
পৃষ্ঠা ... 2 ... কলাম 7 ...

059

প্রাইমারী বৃত্তির অঙ্ক প্রশ্নে ভুল

গত ৫-১-১৯৮০ তারিখে দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত "প্রাইমারী বৃত্তির অঙ্ক প্রশ্নে ভুল" শিরোনামে রিপোর্টটি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। আমি চট্টগ্রাম বিভাগের ১৯৭৯-এর প্রাইমারী বৃত্তি পরীক্ষার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অঙ্কের খাতা দেখিবার নির্দেশপত্রে পরীক্ষকগণকে ভুল অঙ্কে নম্বর দানের জন্য দেওয়া পরামর্শটিতে এবং উক্ত ভুল অঙ্কের দুইটি সমাধান দৃষ্টে বিস্মিত হইয়াছি। বিস্ময়ের কারণ ব্যাখ্যার পূর্বে উক্ত প্রশ্নপত্রের ভুল অঙ্কটির উল্লেখ এবং ভুলের প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করিতেছি। প্রশ্নটিতে দুই সন্তান ও তাহাদের মাতার বয়সের গড় ১৮ বৎসর এবং উক্ত দুই সন্তান ও তাহাদের পিতার বয়সের গড় ২৪ বৎসর দিয়া পিতার বয়স বাহির করিতে বলা হইয়াছে। এই ক্ষেত্রে উচ্চতর গণিত প্রয়োগে দেখা যায় যে, পিতার বয়স নির্ণয় করিতে হইলে উক্ত অঙ্কে অন্ততঃ মাতার বয়স অথবা দুই সন্তানের বয়সের গড় অথবা পিতা ও মাতার বয়সের গড় থাকিতে হয়। সেই ক্ষেত্রে অঙ্কটি সমাধানযোগ্য অন্যথায় উহা অসমাধানযোগ্য। প্রকৃতপক্ষে অঙ্কটি হইতে ভুলবশতঃ একটি বাক্য অথবা বাক্যের অংশ বাদ পড়াতে উহা অসমাধানযোগ্য অঙ্কে পরিণত হইয়াছে। "অজানা রাশি নির্ণয়ের আরো জটিল নিয়মে অঙ্কটি কষিলে পিতার বয়স বাহির করা সম্ভবপর" সংগৃহীত তথ্যটি সঠিক নহে। "প্রাইমারী বৃত্তি পরীক্ষার মান অনুযায়ী যে নিয়ম অবধি শিশুরা আগাইতে পারে উহাতে পিতার ও মাতার বয়সের ব্যবধান বাহির হয়" তথ্যটিও কেবল আংশিক সত্য। কারণ, উচ্চতর গণিত প্রয়োগেও কেবল পিতার ও মাতার বয়সের ব্যবধান বাহির হয়। প্রশ্নপত্র ছাপার হরফে ত্রুটি অথবা অন্য কোন কারণে সমাধানযোগ্য ভুল অঙ্ক পরিবেশন করিলে গ্রহণযোগ্য ভিন্ন সমাধান থাকিতে পারে। প্রশ্নের ভুল বাহির করিয়া অঙ্কটি কষার মত কোনপ্রকার ভুল প্রশ্নপত্রে হয় নাই। সুতরাং উক্ত বৃত্তি পরীক্ষার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ভুল অঙ্কের জন্য খাতা পরীক্ষকগণের প্রতি দেওয়া পরামর্শটি ত্রুটিপূর্ণ। আমার বিবেচনায় প্রশ্নপত্রের অঙ্কটি ভুল এবং অসমাধানযোগ্য। অতএব, বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করিয়া উক্ত বৃত্তি পরীক্ষায় ভুল অঙ্কের অসমাপ্ত জবাবসহ আংশিক অথবা পূর্ণ ভুল জবাবদানকারী প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে পূর্ণ নম্বর প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

—তপন কুমার দেবনাথ; সহকারী অধ্যাপক, গণিত বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।